ইটের গাঁথুনি

ইটের পর ইট সাজিয়ে মশলা দ্বারা বন্ধন তৈরি করে ইটের গাঁথুনির কাজ করা হয়।

এই মশলা শুধু ইটগুলোর পরস্পরের মধ্যে বন্ধন সৃষ্টিই করে না এটি ইটের গাঁথুনির শক্তি যোগায়। ইটের গাঁথুনির কাজ দ্বারা বাড়ির দেওয়াল, ভিত্তি নির্মাণ করা হয়ে থাকে।

ইটের গাঁথুনির কাজের শক্তি কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করেঃ

ইট প্রথম শ্রেণীর হতে হবে এবং এই মান যাচাই করে তারপর ব্যবহার করতে হবে।

- সিমেন্ট, বালি ও পানির মিশ্রণে তৈরি মশলা ৩০-৪৫ মিনিটের মধ্যে ব্যবহার করতে হবে। কারণ এরপর মশলা জমে কার্যকারিতা কমতে শুরু করে।
- কোনভাবেই শক্ত হয়ে যাওয়া মশলা নরম করার জন্য নতুন করে পানি মিশানো যাবে না অথবা শুকনো মশলা নতুন বানানো মশলার সাথে মেশানো যাবে না।
- ইট ভেজানো, মশলা তৈরির ইত্যাদি কাজে সুপেয় বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করতে হবে।
- গাঁথুনির কাজের জন্য মশলা তৈরিতে সাধারণত চিকন বালি ব্যবহার করা হয়।

মশলায় ব্যবহৃত উপাদানগুলোর প্রচলিত অনুপাতঃ

আমাদের দেশে সাধারনত ভার বহনকারী দেওয়ালের অর্থ্যাৎ ১০” বা এর অধিক পুরুত্ব বিশিষ্ট কাজের জন্য ১ ভাগ সিমেন্ট ও ৬ ভাগ বালি মিশিয়ে মসলা তৈরী করা হয়। এক্ষেত্রে গাঁথুনীতে মসলার পুরুত্ব ১/২” হবে।

সীমানা প্রাচীর বা পার্টিশন দেওয়ালের অর্থ্যাৎ ৫ ইঞ্চি পুরুত্ব বিশিষ্ট কাজের জন্য ১ ভাগ সিমেন্ট ও ৪ ভাগে বালি মিশিয়ে মসলা তৈরি করা হয়। সেক্ষেত্রে গাঁথুনীতে মসালার পুরুত্ব ১/২ ইঞ্চির বেশী হবে না।

গাঁথুনীর কাজের ক্ষেত্রে ১ দিনে সর্বোচ্চ ৫ ফুট পর্যন্ত এবং একবারে সর্বোচ্চ ৩ ফুট পর্যন্ত গাঁথুনীর কাজ করা উচিত, কোন ভাবেই একেবারে ৩ ফুটের বেশী গাঁথুনীর কাজ করা উচিত নয়। কারন এতে করে দেওয়াল বাঁকা হওয়া ও হেলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

ইটের গাঁথুনির কাজঃ

- প্রথম শ্রেণীর ইট ব্যবহার করতে হবে।
- কাজে ব্যবহারের পূর্বে ইট পরিষ্কার পানিতে ভালোভাবে ভিজিয়ে নিতে হবে।
- ইটের কাজ শুরুর ১২ ঘন্টা পূর্বে ইট হাউজে ভিজাতে হবে।
- কাজ শুরু করার ১ ঘন্টা পূর্বে ভিজানো ইট হাউজ থেকে উঠিয়ে শুকাতে হবে।
- গাঁথুনির সর্বত্র যথাযথ বণ্ড রক্ষা করতে হবে। বণ্ড তৈরির ক্ষেত্র বাদে ইটের ব্যাট ব্যবহার করা যাবে না।
- মশলার জয়েন্ট বা জোড়া ১/২ ইঞ্চির বেশী পুরু হবে না।
- ইটের গাঁথুনির কাজ কমপক্ষে ৭ দিন কিউরিং করা দরকার। গাঁথুনির কাজ শেষ হওয়ার ২৮ দিন পর প্লাস্টার করা উচিত।

পয়েন্টিংঃ

- ইট বা পাথরের গাঁথুনির কাজকে দৃষ্টি নন্দন করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে পয়েন্টিং করা হয়।
- পয়েন্টিং-এর কাজ এমন ভাবে করতে হবে যাতে মশলা জয়েন্টের ভেতর দিয়ে বৃষ্টির পানি বা আর্দ্রতা প্রবেশ করতে না পারে।
- পয়েন্টিং-এর আগে দেওয়ালের সারফেস ভাল করে পরিষ্কার পানি দিয়ে ভিজাতে হবে।
- ইট বা পাথরের গাঁথুনির জয়েন্টের মসলা ১/২ ইঞ্চি গভীর পর্যন্ত চেছে ফেলে দিয়ে মশলা দিয়ে পয়েন্টিং-এর কাজ করা হয়।
- ভাল বণ্ডিং-এর জন্য গাঁথুনির জয়েন্টে মশলা কাঁচা থাকা অবস্থায় পয়েন্টিং-এর কাজ করা উচিত।